সারাদেশে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার কর্মসুচি

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচণের প্রাক্কালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে সাশ্রয়ী ও টেকসই পরিবহণ মাধ্যমগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় উতপাদনশীলতা বাড়ানো, সবার জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী চলাচল নিশ্চিত করা এবং একটি সমন্বিত, দক্ষ ও সবুজ পরিবহণ করিডোর গড়ে তোলার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। সাশ্রয়ী ও টেকসই পরিবহণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে রেল প্রধান। সেক্ষেত্রে রেলওয়ের উন্নয়নকে সরকার প্রাধান্য দেবে তা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায়। দলটি তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে রেলকে জাতীয় পরিবহণের কেন্দ্রীয় মেরুদন্ড হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করার ঘোষণা দেয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-পঞ্চগড়, ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ করিডোরে বিদ্যুতায়ন ও ডাবল-লাইন নির্মাণকে জাতীয় মিশন হিসেবে নেওয়া, দেশের সকল জেলা ও প্রধান শহরসমূহকে একটি সমন্বিত রেল নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা এবং ঢাকা ও অন্যান্য মহানগরে মনোরেল, মেট্রোরেল, বৃত্তাকার কমিউটার লাইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করাসহ আঞ্চলিক সংযোগ জোরদারে মিয়ানমার হয়ে ঢাকা-কুনমিং রেল সংযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে উল্লেখ করে। পর্যায়ক্রমে এক ঘন্টার মধ্যে রাজধানী ঢাকাকে প্রধান আঞ্চলিক শহরগুলোর সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে উচ্চগতির রেল নেটওয়ার্ক (বুলেট ট্রেন) সংযোগ গড়ে তোলা হবে বলে নির্বাচনী ইশতিহারে ঘোষণা করে বিএনপি।

এছাড়া প্রধান প্রধান আন্তঃনগর রুটে আরও বেশি সংখ্যক এক্সপ্রেস সার্ভিস চালু করা, যাত্রী ও মালবাহী করিডোর ও নগর রেল ব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করে অবকাঠামো ও সেবার মান উন্নত করা, নিরাপত্তা, দক্ষতা ও নিয়মশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য স্মার্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হবে বলেও তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের মানুষের দোরগোড়ায় আধুনিক রেলসেবা পৌঁছে দিতে বড়ো পরিসরে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। দীর্ঘদিন ধরে রেলসেবা বঞ্চিত ১০টি জেলাকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বর্তমানে রেল যোগাযোগ থাকা ৪৯ জেলার সঙ্গে নতুন আরও ১০টি জেলা যুক্ত হবে। এতে দেশের ৫৯টি জেলা সরাসরি রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে এবং পর্যায়ক্রমে ৬৪ জেলাকে রেল যোগাযোগের আওতায় আনার সরকারি লক্ষ্য পূরণের পথে বড়ো অগ্রগতি হবে। প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর, শেরপুর, মাগুরা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও লক্ষ্মীপুরকে নতুন রেল সংযোগের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার পাঁচ দশকের বেশি সময় পরও বেশ কিছু জেলায় সরাসরি রেল যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার কোটি মানুষের যাতায়াত সহজ হবে, পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, পর্যটন, মৎস্য, আমদানি-রপ্তানি ও আঞ্চলিক বাণিজ্যেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণ, চলমান প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য দেশের ৬৪টি জেলাকে পর্যায়ক্রমে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা।

নতুন প্রকল্পগুলোতে শুধু রেললাইন নির্মাণ নয়, একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ, মালবাহী ওয়াগন, আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা এবং জনবল নিয়োগের ব্যবস্থাও করা হবে। ফলে অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হওয়ার পরপরই ট্রেন চালু করা সম্ভব হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ হাজার ৩৬০ কিলোমিটার, যার মধ্যে ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও ডুয়েলগেজ রেললাইন রয়েছে। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪৯টিতে রেল যোগাযোগ থাকলেও ১৫টি জেলা এখনো রেলসেবার বাইরে রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে রেলবঞ্চিত জেলার সংখ্যা কমে পাঁচটিতে নেমে আসবে। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য দেশের প্রতিটি জেলাকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা। সড়ক, নৌ ও আকাশপথের তুলনায় রেলপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের খরচ কম, জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকিও তুলনামূলক কম। একই সঙ্গে কম কার্বন নিঃসরণের কারণে রেল পরিবহণ পরিবেশবান্ধব। তাই জাতীয় অর্থনীতি, আঞ্চলিক সংযোগ এবং টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সময়োপযোগী উদ্যোগ।

বরিশাল বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে রেল যোগাযোগের বাইরে রয়েছে। বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও পিরোজপুরে রেল সংযোগ স্থাপিত হলে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগে নতুন গতি আসবে। একইভাবে মেহেরপুর, মাগুরা ও সাতক্ষীরায় রেললাইন নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও শিল্প তথা অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। লক্ষ্মীপুর ও শেরপুরেও রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে

প্রতিদিন ৪শ'র বেশি যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল করে। বছরে প্রায় ৯ থেকে ১০ কোটি যাত্রী রেলপথে ভ্রমণ করেন এবং ৮০ থেকে ৯০ লাখ টন পণ্য পরিবহণ করা হয়। নতুন রেললাইন নির্মাণের ফলে এই সক্ষমতা আরও বাড়বে। ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সাধারণ মানুষ অপেক্ষাকৃত কম খরচে, নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহণ করতে পারবে।

রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যমান অবকাঠামো আধুনিকায়ণের কাজও এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। আখাউড়া-সিলেট পুনর্বাসন, সিরাজগঞ্জ-বগুড়া ডুয়েলগেজ সিঙ্গেল লাইন রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, ধীরাশ্রমে ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি), টঙ্গী-আখাউড়া ও লাকসাম-সিলেট রুটে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ এবং ঢাকা-কুমিল্লা কর্ড লাইন নির্মাণের মতো প্রকল্পগুলোও এই পরিকল্পনার অংশ। ঢাকা-কুমিল্লা কর্ড লাইন বাস্তবায়িত হলে দুই শহরের মধ্যে রেলপথের দূরত্ব প্রায় ৮০ থেকে ৮২ কিলোমিটার কমে আসবে। এ ছাড়া রাজধানীকেন্দ্রিক কমিউটার ট্রেন সেবা সম্প্রসারণেরও পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। সম্প্রতি ঢাকা-জয়দেবপুর, ঢাকা নারায়নগঞ্জ ও ঢাকা ভৈরববাজার রুটে বেশ কয়েকটি কমিউটার ট্রেন চালু রয়েছে। ফলে এসব এলাকার কর্মজীবী মানুষ রাজধানীতে খুব সহজে, কম সময়ে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারছেন। বর্তমানে ঢাকা-মানিকগঞ্জ রেল সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে, যা বাস্তবায়িত হলে কর্মজীবী মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতে নতুন সুবিধা তৈরি হবে। রেল নেটওয়ার্কের এই সম্প্রসারণ বাস্তবায়িত হলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বৈষম্য ও পরিবহণ খরচ কমবে এবং কৃষি, শিল্প, পর্যটন ও বাণিজ্য খাত নতুন গতি পাবে। একই সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিতে রেলপথের অবদান আরও বাড়বে।

সরকার শুধু নতুন রেললাইন নির্মাণে নয়, সেই রেলপথে কার্যকর ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। অতীতে অনেক ক্ষেত্রে রেললাইন নির্মিত হলেও পর্যাপ্ত লোকোমোটিভ ও কোচের অভাবে যাত্রীদের প্রত্যাশিত সেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার নতুন রেলপথ নির্মাণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় লোকোমোটিভ ও ক্যারেজ সংগ্রহের সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্য শুধু নতুন জেলা যুক্ত করা নয়; বরং এমন একটি আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য রেলব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে রেললাইন চালুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় ট্রেন, কোচ ও লোকোমোটিভও পরিচালনায় থাকবে। এতে যাত্রীসেবার মান বাড়বে এবং রেলভ্রমণ আরও আরামদায়ক ও সময়োপযোগী হবে। রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের জেলার মধ্যে কমিউটার ট্রেন সেবা সম্প্রসারণ, গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর আধুনিকায়ন, লেভেল ক্রসিং উন্নয়ন, নতুন আন্ডারপাস ও ওভারপাস নির্মাণ এবং দীর্ঘমেয়াদে রেল নেটওয়ার্ককে ব্রডগেজে রূপান্তরের পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কাজ করছে।

গত ১৩ জুন ২০২৬ খ্রি কক্সবাজারের ডুলাহাজরায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান আগামী ৫ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে সারাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ শুরু হয়। এই কর্মসূচির আওতায় রেলপথ মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে তার নিজস্ব কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। প্রাথমিকভাবে সিরাজদিখানের চর গলগলিয়া মৌজার অব্যবহৃত রেলভূমিতে গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উক্ত স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন ১৮.৭০ একর ধানী/পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন অব্যবহৃত জমিতে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। আগামী ৫ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ে ২৪ লক্ষ বৃক্ষ রোপণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার রোপণ করা হবে এবছর।

সরকার নির্বাচনী ইশতিহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মেট্রোরেল ও দূরপাল্লার পরিবহণে প্রতিবন্ধী ও ৬০ বছরের অধিক বয়স্কদের জন্য বিশেষ ছাড় হিসেবে টিকেটমূল্যের ২৫ শতাংশ ছাড় প্রদান করছে। একটি ইউনিফাইড পরিচয়পত্র প্রণয়নের পর ছাত্রদের জন্যও এই ছাড় প্রদান করা হবে। ইউনিফাইড পরিচয়পত্র প্রণয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

নির্বাচনী ইশতিহার অনুযায়ী রেলের আধুনিকায়ন ও রেলসেবার মানোন্নয়নে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দেশের রেল যোগাযোগে একটি নতুন যুগের সূচনা হবে।

#

লেখক: পি আর ও রেলপথ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার